নজরবন্দী

অবশেষে শিক্ষক নিয়োগ ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলে

■ অচলাবস্থা কাটতে চলেছে কেন্দ্রের জলসম্পদ মন্ত্রকের অধীনে থাকা ফরাক্কা ব্যারেজ হাই স্কুলের। এতদিন শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছিল এই স্কুল। প্রায় ১২০০ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। স্কুল বাঁচাতে পথে নেমেছিল প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত শুনে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিল পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়ক মইনুল হকও চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী উমা ভারতীকে। সাড়া মিলেছে। মন্ত্রকের অনুমোদন চলে এসেছে ফরাক্কা ব্যারেজের প্রশাসনিক ভবনে। ২৬ জন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খুব শিগগিরই বেরোবে। এক মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে চায় ব্যারেজ প্রশাসন।

তিনি বলেন

অধীর চৌধুরি মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসকে ধরে রাখতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করেছেন। তার নিট ফল শূন্য।

সোমেন পান্ডে

তৃণমূলের সহ-সভাপতি, মুর্শিদাবাদ

সম্মেলন ফরাক্কায়

■ কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগীদের চতুর্থ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল ফরাক্কায় কেজি বসু কমিউনিটি হলে। সম্মেলনে পেনশনভোগীদের ভিড় ছিল দারুণ। কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়শনের সম্পাদক প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'পেনশনভোগীদের উপর প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।' সম্মেলনে ছিলেন জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান।

নাট্যমেলা

■ শনিবার থেকে 'যুগাগ্নি' নাট্যসংস্থার উদ্যোগে শুরু হয়েছে লোকনাট্য ও নগরনাট্যের মিলনমেলা। বহরমপুরের কালেক্টরির মাঠে। নাট্যমেলা এবারে ১৯ বছরে পা রাখল। বাংলার লোকসঙ্গীতকে তুলে ধরতেই যুগাগ্নি এই নাট্যমেলা করে। মূলত পথনাটক আর লোকসঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে ঢাকবাদ্য, চোল সানাই, সাঁওতালি নৃত্য, বাউল-আলকাপ, কবিগান, মালদার গম্ভীরার সঙ্গে থাকছে ৬টি নাটক। সহযোগিতায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

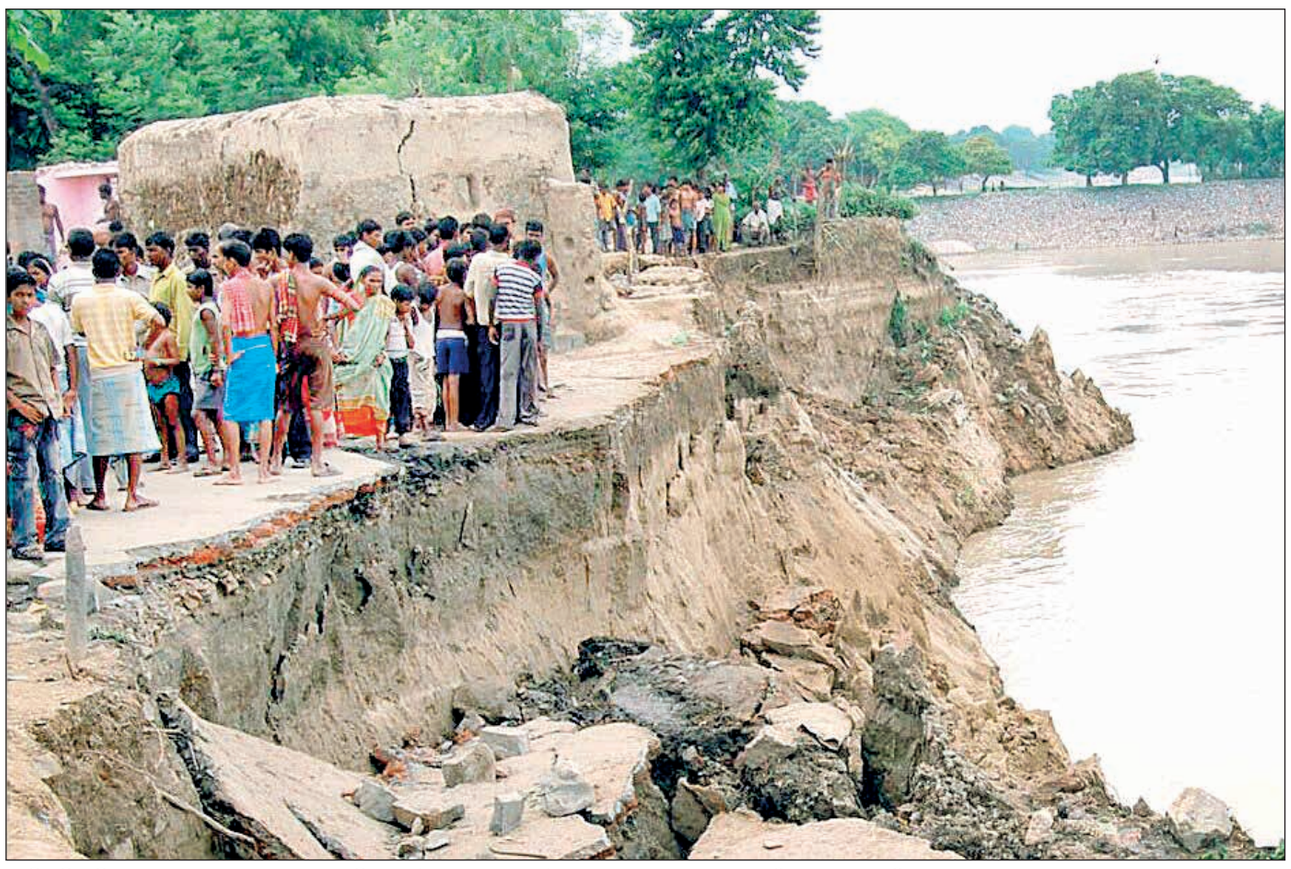

ভাগীরথী নদীর পাড়ে ভাঙন দেখতে গ্রামবাসীরা। এইসব এলাকাতেই লাগানো শুরু হয়েছে ভেটিভার ঘাস। ছবি: প্রভাত সরকার

ভাঙন রুখতে সম্বল ভেটিভার ঘাস

প্রভাত সরকার

ফরাক্কা, ৫ ফেব্রুয়ারি— ভাগীরথী নদীর ভাঙন রুখতে ভেটিভার ঘাস লাগানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের রানীনগর ও কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘাস লাগাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। অন্যান্য ব্লকেও এই ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হবে শিগগিরই। জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থেকে সাগরদিঘি পর্যন্ত গঙ্গা-ভাগীরথী নদীর তীর বরাবর প্রতিবছর ভাঙন প্রায় সারা বছর ধরে চলে। ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় হাজার হাজার বিঘা জমি, বসতবাড়ি।

ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের অধীন ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই ভাঙন প্রতিরোধের কাজে এবার এগিয়ে এসেছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনও। রাজ্য সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই ভাঙন প্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করেছে। সে সমস্ত এলাকায় ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ কাজ করছেন। সেই সমস্ত এলাকা বাদ দিয়ে বাকি ভাঙন প্রবণ এলাকায় কাজ করছে রাজ্য সেচ দপ্তর। পাশাপাশি ভাঙন প্রতিরোধের কাজে এগিয়ে এসেছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনও। প্রশাসনের দাবি, এক বর্গফুট লম্বা ও চওড়া এই বিশেষ ধরনের ভেটিভার ঘাস ভাঙন প্রবণ এলাকায় লাগিয়ে ভাল সাফল্য পাওয়া গেছে। তাই আরও বেশি এলাকা জুড়ে এই ঘাস লাগানো হচ্ছে।রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অর্ণবপ্রসাদ মান্না জানান, স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাগীরথী নদীর ভাঙন প্রতিরোধের জন্য রানীনগর ও কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশেষ ধরনের ভেটিভার ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে।

এই ঘাস লাগানোর ফলে নদী তীরবর্তী এলাকার ভাঙন কিছুটা হলেও কমবে। একদম ভাঙনের মুখে এমন এলাকা নয়। যে সমস্ত এলাকা এখনও ভাঙনের কবলে পড়েনি সে সমস্ত এলাকাতেই এই ঘাস লাগানো হচ্ছে।

যে সমস্ত এলাকায় নদীর পাড় বাঁধানো হয়েছে সেখানেও এই ঘাস লাগানো হচ্ছে। উন্নতমানের এই ভেটিভার ঘাসগুলি আনা হয়েছে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন নার্সারি থেকে। নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিতে ভেটিভার ঘাস লাগানোর জন্য প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। এলাকাজুড়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে।

ভেটিভার লাগিয়ে পুরস্কৃত নদীয়া

অমিতকুমার ঘোষ: কৃষ্ণনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি— ভাঙনরোধে নদীর পাড়ে ভেটিভার ঘাস লাগিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে নদীয়া জেলা। সে কারণে এমন ভাল উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নদীয়া জেলাকে পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুধুমাত্র ভাঙনই নয়, ভেটিভারের পাতা দিয়ে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির উদ্যোগও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলনে নদীয়া জেলাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেখানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক বাবুলাল মাহাতো। পুরস্কার হিসেবে ১৫ লক্ষ টাকার চেক এবং ট্রফি দেওয়া হয়েছে। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায় জানিয়েছেন, ভাঙনরোধে ভেটিভার ঘাস লাগিয়ে নদীয়া জেলা যেভাবে সফল হয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং এই প্রকল্প অন্যান্য জেলাও অনুসরণ করে সেজন্যেই এই পুরস্কার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৃষ্ণনগরের হোম থেকে ফের নিখোঁজ

অমিতকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি— ফের সরকারি হোম থেকে নিখোঁজ মহিলা। কৃষ্ণনগরের পঙ্কজ আচার্য মহিলা নিবাসের ঘটনা। ওয়েস্ট বেঙ্গল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধীন এই হোমটি। এই হোম থেকে এর আগেও এরকমভাবে মহিলা উধাওয়ের ঘটনা ঘটেছিল। বছরখানেক আগেই এভাবে দু'জন নিখোঁজ হয়েছিলেন। এবারও বছর উনিশের এই তরুণী নিখোঁজ হওয়ার পর এই হোমের কর্তৃপক্ষ যথারীতি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এবার যে তরুণী নিখোঁজ হয়েছেন, তিনি আগে পাশের অন্য এক হোমে থাকতেন। ওই হোমটি শুধুমাত্র নাবালিকাদের থাকার জন্যে। সেখানে থাকার সময় তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ওই হোমেরই এক নিরাপত্তাকর্মীর বিরুদ্ধে। সেই নিরাপত্তাকর্মীর পরে বিচারে সাজাও হয়েছে। পরবর্তীকালে বয়স ১৮ বছর হয়ে যাওয়ায় এই তরুণীকে পঙ্কজ আচার্য মহিলা নিবাসে পাঠানো হয়। তার পর থেকে তিনি সেখানেই আছেন। শুক্রবার হঠাৎ সকলের নজরে আসে যে, ওই মহিলা নিখোঁজ। তার পরই কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, পুরনো জানলার লোহার রড বেঁকিয়ে তিনি পালিয়েছেন। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সুরঞ্জনা ভৌমিক জানিয়েছেন, 'বিষয়টি জানার পর হোমের কর্মীদের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। তবে ওই হোমে দু'জন মহিলা পুলিসকর্মী থাকেন। তার পরও মেয়েটি পালিয়েছে।' কোতোয়ালি থানার আইসি সুব্রত সরকার জানিয়েছেন, 'এ বিষয়ে থানায় এক অভিযোগ জমা হয়েছে। পুলিস খোঁজখবর শুরু করেছে। তবে এখনও এই মহিলার খোঁজ পাওয়া যায়নি।' একই হোম থেকে বারবার মহিলা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। হোমের একঘেয়ে জীবনের কারণেও এই পালানোর প্রবণতা শুরু হয়েছে বলে অনেকের অনুমান।

আরও ২টি গ্রাম পঞ্চায়েত হল তৃণমূলের

আজকালের প্রতিবেদন: ফরাক্কা, ৫ ফেব্রুয়ারি— মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের দখলে এল আরও দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত। রঘুনাথগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের কাসিয়াডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ ৯ জন সদস্য রবিবার তৃণমূলে যোগদান করায় পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে এল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৭টি আসনে ভোট হয়। বামফ্রন্ট ১২, কংগ্রেস ৪ এবং তৃণমূল একটি আসনে জয়ী হয়। বামফ্রন্ট গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে। প্রধান হন ফতেমা বিবি।

রবিবার ফতেমা বিবি-সহ ৯ জন তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূলে একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। এখন তাদের সদস্যসংখ্যা বেড়ে হল ১০। ফলে তৃণমূলের দখলে এল পঞ্চায়েতটি। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের জঙ্গিপুর মহকুমা সভাপতি বিকাশ নন্দ বলেন, 'রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের কাজ দেখে ওই নির্বাচিত সদস্যরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এলাকার উন্নয়নই এখন আমাদের লক্ষ্য।'

এদিকে অনাস্থায় ১৩-০ ভোটে জিতে ফরাক্কা ব্লকের মহাদেবনগর গ্রামপঞ্চায়েতটি দখল নিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সকালে অনাস্থা ভোটে হয় এই জয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহাদেবনগর গ্রামপঞ্চায়েত ১৭টি আসনের মধ্যে ১০টি জেতে কংগ্রেস এবং সিপিএম জেতে ৭টি আসন। প্রধান হন কংগ্রেসের ওমর আলি। প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে কংগ্রেস ও সিপিএমের দলছুটরা। প্রধান হাইকোর্টে গিয়ে অনাস্থার স্থগিতাদেশ নিয়ে আসেন। এরই মধ্যে হঠাৎ মারা যান ওমর আলি।

মুর্শিদাবাদ

সিপিএমের ৬ এবং কংগ্রেসের ৫ জন তৃণমূলে যোগ দেন। বৃহস্পতিবার ছিল ভোটাভুটি। কংগ্রেসের আরও ২ জন তৃণমূলকে সমর্থন করে। ফলে ১৩-০ ভোটে অনাস্থায় জিতে যায় তৃণমূল। প্রধান হন আখতার ইসলাম।

তৃণমূল দলের তরফে অনাস্থা ভোটে উপস্থিত ছিলেন জেলার সহ-সভাপতি সোমেন পান্ডে এবং ফরাক্কা ব্লক সভাপতি মহম্মদ বদরুদ্দোজা। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বিডিও অলীন্দ্রনাথ বর্মন। জয়ের পর আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন সমর্থনকারীরা। তাঁরা জানান, এই জয়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক উন্নতি হবে।

জেলার সহ সভাপতি সোমেন পান্ডে জানান, কংগ্রেসের দুর্গ মুর্শিদাবাদে ফাটল লেগেছে। তার প্রমাণ, কংগ্রেসের দখলে থাকা মহাদেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে এল। এরপরে একটার পর একটা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে চলে আসবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি হাজার চেষ্টা করেও কংগ্রেসকে বাঁচাতে পারবেন না। অধীর চৌধুরি মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসকে ধরে রাখতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করেছেন। তার নিট ফল শূন্য। তাঁর ধুমধাম করে এত বড় পদযাত্রা করার পরেও মহাবীরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে এল— এটাই তার প্রমাণ।

বহরমপুরে আন্তর্জাতিক ছবির মেলায় অংশগ্রহণে ৪৪টি দেশ

স্নেহাশিস সৈয়দ

বহরমপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি— বহরমপুরে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মুর্শিদাবাদ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। তিনদিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, জার্মান, ইরান, ফ্রান্স-সহ বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৩০১ জন আলোকচিত্রীর ৩,৪৬৭টি ফটো জমা পড়েছে। এর আগে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি বহরমপুর শহরে প্রথম মুর্শিদাবাদ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেবার ৪৮টি দেশের ৪,৪৪০টি ছবি জমা পড়ে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে এবারে। বহরমপুর শহরের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের লাগোয়া স্টুডেন্টস হেলথ হোমের দোতলায় অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আলোকচিত্র শিল্পী বেণু সেনের ভাই তথা ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ দমদম-এর কর্মকর্তা বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত। আয়োজক সংস্থা ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ মুর্শিদাবাদ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাদা-কালো, রঙিন, প্রকৃতি ও ভ্রমণ ফটো— এই চার ভাগে ছবিগুলিকে প্রথমে ভাগ করা হয়। তারপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচজন আলোকচিত্র শিল্পীদের বিচারকমণ্ডলী ছবিগুলির গুণগত মান নির্ধারণ করেন। বিরাচকমণ্ডলীরা ৩,৪৬৭টি ফটোর মধ্যে থেকে ১,০৩৮টি ফটো প্রদর্শনীর যোগ্য বলে নির্বাচিত করেন। এর মধ্যে পুরস্কার পেয়েছে ৪৮টি ছবি। বিজয়ী ফটোগুলিকে পুরস্কৃত করবে আন্তর্জাতিক ৪টি সংস্থা— ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ফটোগ্রাফিক (এফআইএপি), ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ আমেরিকা, চীনের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ফটোগ্রাফার্স এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ফটোগ্রাফি।

বহরমপুরে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে চলছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ছবি: চয়ন মজুমদার

গতবারও ৪টি বিভাগে ৪৮টি ছবিকে পুরস্কৃত করা হয়। কীভাবে গড়ে ওঠে ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ মুর্শিদাবাদ? আয়োজকরা জানান, অনেকের মনেই এই রকম সংস্থা তৈরি করার ভাবনা ছিলই। কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তা হয়নি। পরে ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধিকর্তা মৃণাল গুপ্ত, কাশিমবাজার রেল স্টেশনের ম্যানেজার বারীন রায়, শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য ও স্থানীয় একটি স্টুডিওয়ের মালিক রাজবল্লভ ধর এই সংস্থা গড়ে তোলেন। সংস্থার সূচনার পর থেকে টানা ৭ বার ছবি প্রদর্শনী হয়। কিন্তু ১৯৬৮ সালের পর সংস্থার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে ফের কয়েকজনের উদ্যোগে সংস্থার কাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সংস্থা।

লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮২, গদাধর ভট্ট রোড, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৩

স্মারক সংখ্যা- LCB/ELEC-02/17 তারিখ: 06.02.2017

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) প্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক হাওড়া রেঞ্জ তথা হাওড়া রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং 1662/II-06/12 তারিখ 28/12/2016 দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী অমল কুণ্ডু, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক এবং শ্রীমতী সঞ্চয়িতা পাত্র, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসারদ্বয় লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি (DELEGATE) নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ০৮/০২/২০১৭ তারিখে ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় এবং এলাকাভিত্তিক শাখা অফিসসমূহে নির্বাচন ক্ষেত্র (CONSTITUENCY) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হবে যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। ওই নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোনও সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্যের কোনও বক্তব্য থাকলে অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি-সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (AUTHORISED) ব্যক্তি তা লিখিতভাবে ইংরেজি ০৯/০২/২০১৭ তারিখ হতে ১৫/০২/২০১৭ (১২/০২/২০১৭ ও ১৩/০২/২০১৭ ব্যতীত) সন্ধে ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষ জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের ওপর আগামী ইংরেজির ১৬/০২/২০১৭ তারিখে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসারদ্বয় দ্বারা ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ওইদিন আবেদনকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা আগামী ইংরেজি ১৮/০২/২০১৭ তারিখে বেলা ১২টায় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে এবং শাখা অফিসসমূহের নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

স্বাঃ শ্রী অমল কুণ্ডু, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্বাঃ শ্রীমতী সঞ্চয়িতা পাত্র, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার টেলিকম-এর অফিস

টেলিকম প্রোজেক্ট ডিভিশন, শিলিগুড়ি

শক্তিগড আরএলইউ টি/এক্স কম্পাউন্ড

পি অ্যান্ড টি কলোনির পাশে, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৫

ফোন: ৯১-৩৫৩-২৫৬১৭৩১ ফ্যাক্স: ৯১-৩৫৩-২৫৬১৭৩২

টেন্ডার নং টিপি/এসজি/ই-টেন্ডার/এরিয়াল/২০১৬-১৭/০১ শিলিগুড়ি, তারিখ ০৬.০২.২০১৭

ই-টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিস

মাটিগাড়া টিই-বাগডোগরা টিই ওএফসি রুটে ২৪ এফ এরিয়াল/ওভারহেড ওএফ কেবল পাতা ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ডিইটি, টিপি ডিভিশন, শিলিগুড়ি কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন www.tenderwizard.com/BSNLKOL এবং এনআইটি নং টিপি/এসজি/এনআইটি/১/এন/২০১৬-১৭ তারিখ শিলিগুড়ি ০৬-০২-২০১৭-এর জন্য অফিস নোটিস বোর্ড।

স্বাঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার টেলিকম, টেলিকম প্রোজেক্ট ডিভিশন, শিলিগুড়ি

LA OPALA RG LIMITED

REGD. OFFICE: 230A, A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA 700 020

Phone No. +91 33 6503 6656/57/58/59, Fax. +91 33 22870284

Email: info@laopala.in, CIN: L26101WB1987PLC042512

Extract Of Standalone Unaudited Financial Results For The Quarter Ended And Nine Months Ended 31st December, 2016

₹ in Lacs

Particulars	Quarter Ended on 31.12.2016 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2016 (Unaudited)	Quarter Ended on 30.12.2015 (Unaudited)
Total Income from Operations	6,738.01	19,137.03	8,233.47
Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,829.76	5,767.75	2,680.19
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,829.76	5,767.75	2,680.19
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,343.82	4,148.42	2,021.86
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	N.A.	N.A.	N.A.
Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 2/- each)	1,110.00	1,110.00	1,110.00
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
a) Basic	2.42	7.47	3.64
b) Diluted	2.42	7.47	3.64

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company's website www.laopala.in. (2) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax) has not been reported as Ind-AS are not applicable to the Company for the reporting period.

By Order of the Board
For La Opala RG Limited
Ajit Jhunjhunwala
Joint Managing Director
DIN: 00111872

Date : 04.02.2017
Place : Kolkata

diva from LA OPALA | SOLITAIRE CRYSTAL HANDCRAFTED 24% LEAD | LA OPALA

খাদ্য সাথী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

:: জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ::

১) ১লা মার্চ ২০১৭ তারিখে থেকে খাদ্যসাথী প্রকল্প-এর আওতায় যোগ্য পরিবার ও তাদের সদস্যরা কেবলমাত্র AAY / PHH / SPHH / RKSY-I / RKSY-II -এই পাঁচপ্রকার ডিজিটাল রেশনকার্ডের মাধ্যমেই গণবন্টন ব্যবস্থায় ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাবেন ।

২) এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য কোনো ব্যক্তি বা পরিবার যদি বাদ পড়ে থাকেন তারা FORM III-R (গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে) / FORM III-U (শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে) বা FORM IV-R (গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে) / FORM IV-U (শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে) -এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ফর্ম পূরণ করে মহকুমা খাদ্য নিয়ামক (SCFS) অফিস, ব্লক স্তরের খাদ্য পরিদর্শকের কাছে বা পুরসভার ভারপ্রাপ্ত খাদ্য পরিদর্শক-এর কাছে জমা দিতে পারবেন । বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় (SR Area) পৌরসভা ও করপোরেশন-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেশনিং অফিসে জমা দিতে পারেন । সংশোধন বা রেশনদোকান পরিবর্তনের জন্যও ফর্ম উক্ত অফিসগুলিতে জমা নেওয়া হবে । এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ।

আমাদের লক্ষ্য যেন কোন যোগ্য ব্যক্তি এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ না পড়েন ।

৩) যারা ডিজিটাল রেশন কার্ড পেয়েছেন, তাদের খাদ্য সামগ্রী তুলতে হবে নির্দিষ্ট রেশন দোকান (FPS Shop) থেকে ।

৪) কোন রেশন কার্ড কোন ভাবেই বাতিল নয় । পুরানো রেশন কার্ড বহাল। ঐ কার্ডে কেরোসিন পাবেন এবং অন্যান্য অতন্ডুল (Non PDS) সামগ্রী বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা যাবে ।

৫) কেউ যদি স্বেচ্ছায় ডিজিটাল রেশন কার্ড পরিত্যাগ করতে চান, তারও সুযোগ আছে ।

৬) নিজের রেশন কার্ড নিজের কাছে রাখুন । অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বা রেশন দোকানে জমা রাখবেন না ।

বিঃ দ্রঃ - **নিজের ফর্ম নিজে পূরণ করুন** এবং নির্দিষ্ট অফিসে জমা দিন ।

অপপ্রচারে কান দেবেন না ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

ICA 249(5)/2017